সাপ্তাহিক
বুধবার
সমাজ ও রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ
১ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১৬ পৌষ ১৪১৬ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৯

নিরাপত্তা প্রশ্নে কৌশল গ্রহণের এখনই সময়

মেজর জেনারেল (অব.) মুনীরুজ্জামান

২০০৯ সাল ছিল বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটি চ্যালেঞ্জের বছর। বছরের শুরুতেই ফেব্রুয়ারির ২৫ তারিখে বিডিআর সদর দফতরে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি আসে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ এটা যে, এতো বড় একটি বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে আমাদের গোয়েন্দা ব্যবস্থা সব পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাতে ৫৭ জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৩ জনের জীবনহানি ঘটে। এর ফলে বিডিআরের সম্পূর্ণ চেইন অব কমান্ড ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২১৫ বছরের একটি সুসংগঠিত বাহিনী সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায়। এর ফলে আমাদের সীমান্ত সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত অবস্থায় চলে যায় এবং বহুদিন ধরে তা আধারক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে।

বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হলো আমাদের সমুদ্রসীমা রক্ষা করা। এ বছর মে-জুন মাসে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমার তাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করে জাতিসংঘের UNCLOS-এর কাছে তাদের দাবি পেশ করে। এ দাবি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এর মাধ্যমে এ দুটি দেশ আমাদের প্রায় সম্পূর্ণ সমুদ্রসীমা তাদের নিজস্ব বলে দাবি করেছে। বিগত প্রায় ৩৮ বছর ধরে আমরা আমাদের সমুদ্রসীমা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে কোনো সমঝোতা ছাড়াই এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আন্তর্জাতিক সালিশে চলে গেছি। আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমরা শুধু সমঝোতা করতেই ব্যর্থ হইনি এ ব্যাপারে আমাদের প্রচেষ্টারও অভাব ছিল। এছাড়া পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া আন্তর্জাতিক সালিশে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি সেটাও খুব ঝুঁকিপূর্ণ। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১১ সালের মধ্যে আমাদের সমুদ্রসীমার দাবি জাতিসংঘের কাছে পেশ করতে হবে (এটাই শেষ সময়সীমা, এর আগে যে কোনো সময় আমরা এটা পেশ করতে পারতাম)। আমাদের উচিত ছিল বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয় তাদের দাবি পেশ করার আগেই জাতিসংঘের কাছে আমাদের দাবি উপস্থাপন করা। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এখন পর্যন্ত সমুদ্রসীমা নির্ধারণ করার জন্য যে সামুদ্রিক সার্ভে করার কথা সেটা পর্যন্ত করা হয়নি। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় রাষ্ট্র। আমাদের ন্যায্য সমুদ্রসীমা আমাদের জন্য কৌশলগত, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, জ্বালানি ও নানাবিধ কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেরি হয়ে গেলেও আমাদের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তার স্বার্থ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গত বছর নভেম্বরে আমাদের জলসীমায় মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের যে উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার জের এ বছরেও কাটেনি। এ বছরের মার্চ-এপ্রিল থেকে লক্ষ্য করা যায়, মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও সমর-সরঞ্জামাদির সমাবেশ ঘটাতে থাকে। বিভিন্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, আমাদের সীমান্তে মিয়ানমার তাদের বিভিন্ন সেনাছাউনি এবং বিমান উড্ডয়নের স্থাপনাগুলো নতুন করে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। কূটনৈতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময় মিয়ানমারের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের সামনে মিয়ানমারের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের হুমকি এ বছর রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রস্তুতি কতোটুকু আছে সে ব্যাপারে বড় প্রশ্ন থেকে যায়।

সারাবছর ধরেই বাংলাদেশ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের চ্যালেঞ্জের মুখে থাকে, যদিও এ বছর কোনো বড় ধরনের সক্রিয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ঘটনা ঘটেনি তবুও সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায়, জঙ্গি সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ এবং জনবল বৃদ্ধির কর্মতৎপরতা অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারাবছরই পুলিশের তৎপরতায় বড় ধরনের অস্ত্র ও গোলাবারুদের মজুদ ধরা পড়েছে, যেটা প্রমাণ করে, এসব সংগটন তাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট আছে। ইদানীং ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত লস্কর-ই-তৈয়বার সদস্য বাংলাদেশে ধরা পড়েছে। এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ করে, বাংলাদেশী জঙ্গি সংগঠনগুলোয় আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক জঙ্গি কর্মকাণ্ডের তৎপরতা আরো বাড়বে। ভারত ও পাকিস্তানের কাছে আমাদের দাবি জানাতে হবে, তাদের দেশের জঙ্গি সদস্যরা যাতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং সে ব্যাপারে তাদের আরো সক্রিয় ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। এ বছর নতুন একটি সংগঠনকে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য বেআইনি ঘোষণা করা হয়। হিজবুত তাহরীর নামক এ সংগঠনটি শহর অঞ্চলে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের ভেতর ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ

এরপর পৃষ্ঠা ১২

◆ শেষ পৃষ্ঠার পর

পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের একটি বিশেষ সেন্টার বাংলাদেশ সেন্টার ফর টেররিজম রিসার্চ-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলো এ বছর তাদের সাংগঠনিক ও প্রস্তুতিমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে যা আমাদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশ বড় ধরনের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান এক নম্বরে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জলসীমার প্রায় ২০ ভাগ সমুদ্রসীমার গভীরে তলিয়ে যেতে পারে। যার কারণে প্রায় ৩ থেকে ৪ কোটি জলবায়ু উদ্বাস্তু বাংলাদেশ থেকে সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই উদ্বাস্তু জনসমষ্টি নতুন বাসস্থানের সন্ধানে দেশের অভ্যন্তরে ও সীমান্ত অতিক্রম করে অন্য দেশে যাওয়ার

নিরাপত্তা প্রশ্নে কৌশল গ্রহণের এখনই সময়

প্রচেষ্টা চালাবে। তাতে করে দেশের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সীমান্ত অতিক্রম করার প্রচেষ্টায় সীমান্তে উত্তেজনা বাড়বে এবং এর থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্বে এখন জলবায়ু নিরাপত্তার ব্যাপারটি সম্মুখভাগে চলে এসেছে এবং এসব আলোচনায় বাংলাদেশের নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের অনুধাবন ও প্রস্তুতি খুবই সীমিত। এমনকি সম্প্রতি কোপেনহেগেন সম্মেলনে আমরা এ বিষয়গুলো পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। আমাদের উচিত হবে, এখনই সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের জলবায়ু নিরাপত্তার হুমকির বিষয়গুলো আমাদের জাতীয় কৌশলগত পরিস্থিতিতে নিয়ে আসা এবং এর জন্য সঠিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক চাপ কিছুটা দেরিতে এলেও এখন তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। তৈরি পোশাকনির্ভর আমাদের রফতানি বাণিজ্য বড় ধরনের হুমকির মুখে আছে। তবে তার চেয়েও বড় উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, আমাদের জনশক্তি রফতানির ক্ষেত্র। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের কাছ থেকে বাংলাদেশের বড় অংকের বৈদেশিক মুদ্রা আসে। তবে এই শ্রমবাজারে আমাদের জনশক্তি চাহিদার ধস নামতে শুরু করেছে। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত অর্থনৈতিক বছরের তুলনায় এ বছর বাংলাদেশ থেকে অর্ধেক সংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক বিদেশে কর্মসংস্থান করতে পেরেছে। এর নেতিবাক প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে আগামী বছর প্রবল আকারে অনুভূত হবে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে জনজীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত ছিল এ বছর। তাছাড়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গতি সঞ্চালিত হয়নি। এসব কারণে অর্থনীতি ভবিষ্যতে একটি স্থবিরতার দিকে এগিয়ে যেতে পারে যা আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য একটি বড় হুমকি হিসেবে আসতে পারে।

২০১০ সালের যাত্রা শুরুর প্রারম্ভেই আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সার্বিক সমীক্ষা এবং কৌশলগত অবস্থানের সঠিক পর্যালোচনা করে আমাদের নতুন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়ার সময় এখনই। আশা করা যায় আমাদের নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

লেখক : প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ, ই-মেইল : president@bipss.org.bd